



বিগত বছরসমূহের পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর

বিসিএস প্রিলিমিনারি টেস্টের প্রশ্নোত্তর

১. সুনামীর (Tsunami) কারণ হলো —
ক আগ্নেয়গিরির অগ্নুৎপাত
খ ঘড়িগির্বাড়
গ চন্দ্র ও সত্যের আকর্ষণ
● সমুদ্র তলদেশের ভূমিকম্প
২. জোয়ারের কত সময় পর ভাটার সৃষ্টি হয়?
● ৬ ঘণ্টা ১৩ মিঃ খ ৮ ঘণ্টা
গ ১২ ঘণ্টা ঘ ১৩ ঘণ্টা ১৫ মিঃ
৩. কোথায় দিন রাত্রি সর্বত্র সমান?
ক মেরু অঞ্চলে ● নিরক্ষরেখায়
গ উত্তর গোলার্ধে ঘ দক্ষিণ গোলার্ধে
৪. The South Pole is located in the—
ক Arctic ● Antarctic
গ Antipodes ঘ Occident
৫. গ্রিনিচ মান সময়ের সঙ্গে বাংলাদেশের সময়ের পার্থক্য কত ঘণ্টা?
● ছয় ঘণ্টা খ আট ঘণ্টা
গ দশ ঘণ্টা ঘ পাঁচ ঘণ্টা
৬. যখন সত্য ও পৃথিবীর মধ্যে চাঁদ অবস্থান করে তখন হয়—
ক চন্দ্রগ্রহণ ● সত্যগ্রহণ
গ অমাবস্যা ঘ পূর্ণিমা
৭. জোয়ার-ভাটার তেজকটাল কখন হয়?
● অমাবস্যা খ একাদশীতে
গ অষ্টমীতে ঘ পঞ্চমীতে
৮. উপকূলে কোন একটি স্থানে পরপর দুটি জোয়ারের মধ্যে ব্যবধান হল —
● প্রায় ১২ ঘণ্টা খ প্রায় ২৪ ঘণ্টা
গ প্রায় ৬ ঘণ্টা ঘ চাঁদের তিথি অনুসারে ভিন্ন
৯. প্রবল জোয়ারের কারণ, এ সময় —
ক সত্য ও চন্দ্র পৃথিবীর সঙ্গে সমকোণ করে থাকে
খ চন্দ্র পৃথিবীর সবচেয়ে কাছে থাকে
গ পৃথিবী সত্যের সবচেয়ে কাছে থাকে
● সত্য, চন্দ্র ও পৃথিবী এক সরলরেখায় থাকে
১০. যে বায়ু সর্বদাই উচ্চচাপ অঞ্চল হতে নিচাপ অঞ্চলের দিকে প্রবাহিত হয়, তাকে বলা হয় —
ক অয়ন বায়ু খ প্রত্যয়ন বায়ু
গ মৌসুমী বায়ু ● নিয়ত বায়ু
১১. প্রবল জোয়ারের কারণ এ সময়—
ক সত্য ও চন্দ্র পৃথিবীর সঙ্গে সমকোণ করে থাকে
খ চন্দ্র পৃথিবীর সবচেয়ে কাছে থাকে
গ পৃথিবী সত্যের সবচেয়ে কাছে থাকে

- সত্য, চন্দ্র ও পৃথিবী এক সরল রেখায় থাকে
১২. ভৌগোলিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ একটি কাল্পনিক রেখা বাংলাদেশের ওপর দিয়ে গেছে, সেটি হচ্ছে—
ক মঙ্গল মধ্যরেখা ● কর্কটক্রান্তি রেখা
গ মকরক্রান্তি রেখা ঘ আন্তর্জাতিক তারিখ রেখা
১৩. সমুদ্র স্রোতের অন্যতম কারণ —
ক সমুদ্রের ঘড়িগির্বাড়
● বায়ুপ্রবাহের প্রভাব
গ সমুদ্রের পানিতে ঘনত্বের তারতম্য
ঘ সমুদ্রের পানিতে তাপের পরিচালনা

পিএসসি কর্তৃক গৃহীত অন্যান্য পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর

১৪. বাতাসে অক্সিজেনের শতকরা হার কত?
ক ৭৬% খ ৮%
গ ১০০% ● ২১%
১৫. পৃথিবীর আর্থিক গতির ফলে কি হয়?
ক ঋতু পরিবর্তন ● দিবা-রাত্রির সংঘটন
গ সৌর বছর ঘ দিবা-রাত্রির হ্রাস-বৃদ্ধি
১৬. পৃথিবীর পরিধি —
ক ৩০,০০০ মাইল খ ৩৫,০০০ মাইল
● ২৫,০০০ মাইল ঘ ১৫,০০০ মাইল
১৭. 'পক প্রণালী' সংযুক্ত করেছে —
ক পূর্ব চীন সাগর ও জাপান সাগরকে
● ভারত মহাসাগর ও আরব সাগরকে
গ উত্তর সাগর ও বেরিং সাগরকে
ঘ বঙ্গোপসাগর ও মান্নার উপসাগরকে
১৮. বায়ুমন্ডলে অক্সিজেনের পরিমাণ কত?
ক ২০.০১% খ ২১.০১%
গ ২১.০৭% ● ২০.৭১%
১৯. সুয়েজ খাল কোন সনে খনন কাজ শেষ হয়?
ক ১৮৬০ খ ১৮৬৫
গ ১৮৬৭ ● ১৮৬৯
২০. হরমুজ প্রণালী সংযুক্ত করেছে —
● পারস্য উপসাগর ও ওমান উপসাগরকে
খ তাসমান সাগর ও প্রশান্ত মহাসাগরকে
গ আটলান্টিক ও উত্তর সাগরকে
ঘ এডেন ও লোহিত সাগরকে
২১. ভারতকে শ্রীলঙ্কা থেকে পৃথক করেছে —
ক সুন্দা প্রণালী খ ডোভার প্রণালী
গ বেরিং প্রণালী ● পক প্রণালী
২২. সমুদ্রপৃষ্ঠে বায়ুচাপ প্রতি বর্গমিটারে —/

ক ১০ কি.মি. ● ১০ নিউটন
গ ২৭ কি.মি. ঘ ৫ কি.মি.

২৩. সুয়েজ খাল সংযুক্ত করেছে —

● ভূমধ্যসাগরকে লোহিত সাগরের সঙ্গে
খ আরব সাগরকে লোহিত সাগরের সঙ্গে
গ ভূমধ্যসাগরকে আরব সাগরের সঙ্গে
ঘ আরব সাগরকে পারস্য সাগরের সঙ্গে

২৪. লোহিত সাগর যে দুটি মহাদেশকে আলাদা করেছে —

ক ইউরোপ ও আফ্রিকা খ এশিয়া ও ইউরোপ
গ এশিয়া ও অস্ট্রেলিয়া ● আফ্রিকা ও এশিয়া

২৫. গ্রাফাইট কোন ধরনের শিলা?

● রূপান্তরিত শিলা খ আগ্নেয় শিলা
গ পাললিক শিলা ঘ জৈব শিলা

২৬. বায়ুমন্ডলের দ্বিতীয় স্তরটির নাম —

ক ট্রোপোস্ফিয়ার খ আয়নোস্ফিয়ার
● স্ট্রাটোস্ফিয়ার ঘ এক্সোস্ফিয়ার

২৭. সুয়েজ খাল কোন দেশে অবস্থিত?

ক দক্ষিণ আফ্রিকা খ আলজেরিয়া
● মিশর ঘ ব্রাজিল

২৮. আবহাওয়া সম্পর্কিত বিজ্ঞান —

ক মেটালার্জি খ অ্যাসট্রোলজি
● মেটিওরোলজি ঘ মিনার্যালজি

২৯. ভূ-পৃষ্ঠের প্রতি বর্গ ইঞ্চিতে স্বাভাবিক বায়ুমন্ডলীয় চাপ —

ক ১৭.৭২ পাউন্ড খ ২২.১৫ পাউন্ড
● ১৪.৭২ পাউন্ড ঘ ১২.১৪ পাউন্ড

৩০. মৌসুমী বায়ু সৃষ্টির মূল কারণ হলো—

ক আর্দ্র গতি খ নিম্নত বায়ুর প্রভাব
● উত্তর আয়ন ও দক্ষিণ আয়ন
ঘ বায়ুচাপের তারতম্য

৩১. বায়ুমন্ডলের দ্বিতীয় স্তরটির নাম —

ক ট্রোপোস্ফিয়ার খ আয়নোস্ফিয়ার
● স্ট্রাটোস্ফিয়ার ঘ এক্সোস্ফিয়ার

৩২. গোবি মরুভূমি কোন মহাদেশে অবস্থিত?

ক আফ্রিকা খ দক্ষিণ আমেরিকা
● এশিয়া ঘ ইউরোপ

৩৩. বায়ুর উপাদান নয় যা তা হলো —

ক নাইট্রোজেন খ অক্সিজেন

গ জলীয় বাষ্প ● হাইড্রোজেন

৩৪. কোথায় দিনরাত্রি সর্বত্র সমান?

ক মেরুরেখায় ● নিরক্ষরেখায়
গ উত্তর গোলার্ধে ঘ দক্ষিণ গোলার্ধে

৩৫. বায়ুতে কার্বন ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ কত?

● ০.০৩% খ ০.০২%
গ ০.৮০% ঘ ২০.৭১%

৩৬. বায়ু প্রবাহিত হয় —

● উচ্চচাপের স্থান থেকে নিম্নচাপের দিকে
খ নিম্নচাপের স্থান থেকে উচ্চচাপের দিকে
গ উত্তর থেকে দক্ষিণ দিকে
ঘ দক্ষিণ থেকে উত্তর দিকে

৩৭. নায়াম্মা জলপ্রপাত যে দেশে অবস্থিত —

ক স্কটল্যান্ড ● কানাডা
গ ফ্রান্স ঘ আয়ারল্যান্ড

৩৮. সর্বপৃষ্ঠের উত্তাপ কত?

● ৬০০০° সেন্টিগ্রেড খ ৮০০০° সেন্টিগ্রেড
গ ১০০০০° সেন্টিগ্রেড ঘ ১২০০০° সেন্টিগ্রেড

৩৯. ঢাকার প্রতিপাদ স্থান কোথায় অবস্থিত?

● ঢিলির নিকট প্রশান্ত মহাসাগরে
খ মেক্সিকোর নিকট প্রশান্ত মহাসাগরে
গ নিউ ইয়র্কের নিকট আটলান্টিক মহাসাগরে
ঘ সানফ্রান্সিসকোর নিকট প্রশান্ত মহাসাগরে

৪০. পৃথিবী থেকে চাঁদের দূরত্ব গড়ে কত মাইল?

● প্রায় ২ লক্ষ ৩৯ হাজার মাইল
খ প্রায় ২ লক্ষ ৪৯ হাজার মাইল
গ প্রায় ২ লক্ষ ৬৯ হাজার মাইল
ঘ প্রায় ২ লক্ষ ৯৯ হাজার মাইল

৪১. পৃথিবী সর্ব্বের চারদিকে কত মাইল গতিতে আবর্তন করছে?

ক ১৬ মাইল প্রতি সেকেন্ডে ● ১৮.৫ মাইল প্রতি সেকেন্ডে
গ ২০.০ মাইল প্রতি সেকেন্ডে ঘ ২১.৪ মাইল প্রতি সেকেন্ডে

৪২. পৃথিবী সর্ব্বের চারদিকে কত মাইল বেগে ঘুরে?

ক ঘণ্টায় ৫৭,০০০ মাইল বেগে
● ঘণ্টায় ৬৭,০০০ মাইল বেগে
গ ঘণ্টায় ৬২,০০০ মাইল বেগে
ঘ ঘণ্টায় ৭০,০০০ মাইল বেগে



সম্ভাব্য নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নোত্তর

১. অগ্নিময় অবস্থা থেকে সৃষ্টি হয়েছে কোন শিলা?

ক পাললিক শিলা ড আগ্নেয় শিলা
গ চুনাপাথর ঘ মার্বেল

২. জীবাশ্ম কোথায় পাওয়া যায়?

ক আগ্নেয় শিলায় খ গুরুত্বপূর্ণ শিলায়
গ রূপান্তরিত শিলায় ড পাললিক শিলায়

৩. কোনটি ল্যাকোলিথ পর্বত?

ক কং খ আরাবলি-
গ মনালোয়া ড হেনরি

৪. কোন ক্ষেত্রে ভূমিকম্পের তীব্রতা ও প্রকৃতি সম্পর্কে জানা যায়?

ড রিখটার খ রাডার

গ দত্তরবীণ ঘ ব্যারোমিটার

৫. মালভূমি সাধারণত—

ড ৩ প্রকার খ ২ প্রকার
গ ৪ প্রকার ঘ ৬ প্রকার

৬. বিসৃদ্ধ ও শুষ্ক বায়ুর প্রধান দুইটি উপাদানের নাম কী?

ক নাইট্রোজেন ও কার্বন-ডাই-অক্সাইড
ড নাইট্রোজেন ও অক্সিজেন
গ কার্বন-ডাই-অক্সাইড ও অক্সিজেন
ঘ কোনোটি নয়

৭. বায়ুমন্ডলের বহিঃসীমা কী?

ক ট্রোপোজ ড এক্সোস্ফিয়ার
গ স্ট্রোপোজ ঘ ট্রোপোস্ফিয়ার

৮. বায়ুর কোন স্তরের মানুষের সবচেয়ে প্রয়োজনীয়?
ক স্ট্রাটোস্ফিয়ার খ তাপমন্ডল
গ মেসোস্ফিয়ার ড ট্রোপোস্ফিয়ার
৯. কোন বায়ু হিমালয়ে বাধাপ্রাপ্ত হয়ে বাংলাদেশে প্রচুর বৃষ্টিপাত ঘটায়?
ক পশ্চিমা বায়ু খ স্থলবায়ু
ড মৌসুমী বায়ু ঘ উত্তর মেরু বায়ু
১০. কোন সময় দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে বাংলাদেশে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়?
ক বর্ষাকালে ড বর্ষাকালে
গ শীতকালে ঘ বসন্তকালে
১১. বারবুড়া কী?
ড একটি প্রধান দ্বীপপুঞ্জ খ একটি প্রধান আগ্নেয়গিরি
গ একটি নক্ষত্র ঘ একটি পর্বত
১২. প্রশান্ত মহাসাগরের পশ্চিমে কোন মহাদেশ অবস্থিত?
ক ইউরোপ ড এশিয়া
গ আফ্রিকা ঘ আমেরিকা
১৩. পৃথিবীর কোন অঞ্চলকে উষ্ণমন্ডল বলে?
ক কুমেরুবৃত্ত অঞ্চলকে
খ সুমেরুবৃত্ত অঞ্চলকে
ড ট্রান্সিউদয়ের মধ্যবর্তী অঞ্চলকে
ঘ ট্রান্সিউদয় হতে মেরুবৃত্ত পর্যন্ত অঞ্চলকে
১৪. উত্তর গোলার্ধে সাধারণত কখন তাপ সর্বনিম্ন থাকে?
ক নভেম্বর মাসে খ ডিসেম্বর মাসে
গ ফেব্রুয়ারি মাসে ড জানুয়ারি মাসে
১৫. সর্বাপেক্ষা গভীর সমুদ্রখাদ কোনটি?
ক এডসেন ট্রেঞ্চ খ ন্যার্স ট্রেঞ্চ
ড ম্যারিয়ানা ট্রেঞ্চ ঘ সুন্দা ট্রেঞ্চ
১৬. বিনুক অঞ্চল কী?
ড মহীসোপান খ মহীঢাল
গ মহাসাগর ঘ সমুদ্রগালি
১৭. ডেড সি কী?
ক একটি নদী খ একটি সাগর
ড একটি হ্রদ ঘ মৃত সাগর
১৮. দক্ষিণ গোলার্ধ ও সত্তরের মধ্যে সবচেয়ে বেশি দত্তরত্ব হয় —
ক ১লা ডিসেম্বর খ ২১-এ জুলাই
ড ২১-এ জুন ঘ ১লা জুলাই
১৯. নিরক্ষরেখা হতে উত্তর-দক্ষিণে সমাক্ষ রেখার পরিধি ক্রমান্বয়ে —
ড কমতে থাকে খ বাড়তে থাকে
গ একই থাকে
ঘ হ্রাস বা বৃদ্ধি উভয়ই হতে পারে
২০. পৃথিবীকে উত্তর-দক্ষিণে সমদ্বিখলিত করেছে কোন রেখা?
ক কর্কটক্রান্তি রেখা খ সমাক্ষ রেখা
ড নিরক্ষরেখা ঘ মঙ্গল মধ্যরেখা

২১. উত্তর মেরুতে অবিরত কত মাস এবং দক্ষিণ মেরুতে কত মাস অবিরত রাত্রি থাকে?
ক চার মাস ড ছয় মাস
গ আট মাস ঘ বারো মাস
২২. দক্ষিণ গোলার্ধে দিন সবচেয়ে বড় ও রাত্রি সবচেয়ে ছোট এবং উত্তর গোলার্ধে দিন সবচেয়ে ছোট ও রাত্রি সবচেয়ে বড় হয় —
ক ২১-এ জুন ড ২২-এ ডিসেম্বর
গ ২৩-এ সেপ্টেম্বর ঘ ২৬-এ ডিসেম্বর
২৩. কোন তারিখে পৃথিবীর সর্বত্র দিন রাত্রি সমান হয়?
ক ২৩-এ অক্টোবর ও ২২-এ ডিসেম্বর
খ ২২-এ ডিসেম্বর ও ২৩-এ সেপ্টেম্বর
ড ২১-এ মার্চ ও ২৩-এ সেপ্টেম্বর
ঘ ২১-এ জুন ও ২২-এ ডিসেম্বর
২৪. ভূপৃষ্ঠে সমান উষ্ণতাবিশিষ্ট স্থানগুলোকে কোন কাল্পনিক রেখা দ্বারা সংযুক্ত করা হয়?
ড সমোষ্ণ রেখা খ ট্রোপোসীমা
গ গ্রাফ রেখা ঘ সমচাপ রেখা
২৫. পৃথিবীর কোন অঞ্চলকে উষ্ণমন্ডল বলে?
ক কুমেরুবৃত্ত অঞ্চলকে খ সুমেরুবৃত্ত অঞ্চলকে
ড ট্রান্সিউদয়ের মধ্যবর্তী অঞ্চলকে
ঘ ট্রান্সিউদয় হতে মেরুবৃত্ত পর্যন্ত অঞ্চলকে
২৬. গুরুবৃত্ত বা মহাবৃত্ত বলে কোন রেখাকে?
ক কর্কটক্রান্তি রেখা ড নিরক্ষরেখা
গ সমাক্ষরেখা ঘ মঙ্গল মধ্যরেখা
২৭. গ্রুবতার ঠিক মাথার ওপর অবস্থান করে —
ড সুমেরুবিন্দুতে খ কুমেরুবিন্দুতে
গ অক্ষরেখায় ঘ কোনোটিই নয়
২৮. ভূপৃষ্ঠ থেকে যত ওপরে ওঠা যায় দিগন্তের পরিধি তত —
ক হ্রাস পায়
খ হ্রাস বৃদ্ধি উভয় হতে পারে
ড বৃদ্ধি পায়
ঘ একই থাকে
২৯. বছরের বিভিন্ন সময়ে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানের তাপের তারতম্য ও ঋতু পরিবর্তিত হয় পৃথিবীর —
ড বার্ষিক গতির জন্যে খ আহ্নিক গতির জন্যে
গ মাধ্যাকর্ষণ শক্তির জন্যে ঘ উত্তরায়ণের জন্যে
৩০. পৃথিবীর নিজ কক্ষপথে আবর্তন গতিকে কী বলা হয়?
ক বার্ষিক গতি ড আহ্নিক গতি
গ অধিবর্ষ ঘ সৌরগতি
৩১. পৃথিবীর আবর্তন না থাকলে বায়ু ও সমুদ্র স্রোতসমূহ প্রবাহিত হতো —
ড নিরক্ষরেখার সাথে সমকোণে
খ দ্রাঘিমা রেখার সাথে সমকোণে
গ নিরক্ষরেখার সাথে সরলকোণে

- ঘ দ্রাঘিমা রেখার সাথে সরলকোণে
৩২. পৃথিবী প্রতি ৪ মিনিটে অতিক্রম করে —
ক 2° খ 3°
গ 8° ড 1°
৩৩. কোনো স্থানের সময় ৩ টা হলে তার 1° পূর্বের স্থানে সময় হবে —
ক ২ টা ৫৬ মিনিট খ ৩ টা ৪ সেকেন্ড
ড ৩ টা ৪ মিনিট ঘ কোনটিই নয়
৩৪. কোনো স্থানে সময় ৩ টা হলে 1° পশ্চিমের স্থানে সময় হবে —
ড ২ টা ৫৬ মিনিট খ ৩ টা ৪ সেকেন্ড
গ ৩ টা ৪ মিনিট ঘ কোনোটিই নয়
৩৫. সমাক্ষরেখা হতে পূর্ব-পশ্চিমে অবস্থান জানার জন্যে ভূপৃষ্ঠে দুই মেরুকে সংযুক্ত করে উত্তর দক্ষিণে প্রসারিত করে যে রেখাগুলো টানা হয় সেগুলোকে বলা হয় —
ড দ্রাঘিমা রেখার বা মধ্যরেখা
খ মঙ্গল মধ্যরেখা
গ অক্ষরেখা
ঘ মেরু রেখা
৩৬. দ্রাঘিমা রেখা বা মধ্যরেখাগুলো এক একটি —
ক পূর্ণবৃত্ত খ অধিবৃত্ত
ড অর্ধবৃত্ত ঘ কোনোটিই নয়
৩৭. যখন সূর্য ও পৃথিবীর মধ্যে চাঁদ অবস্থান করে তখন হয় —
ক চন্দ্রগ্রহণ ড সূর্যগ্রহণ
গ অমাবস্যা ঘ পূর্ণিমা
৩৮. দুইটি প্রতিপাদ স্থানের মধ্যে সময়ের পার্থক্য কত?
ক ৪ ঘণ্টা খ ৬ ঘণ্টা
ড ১২ ঘণ্টা ঘ ২৪ ঘণ্টা
৩৯. পৃথিবীকে দ্রাঘিমা রেখা দ্বারা কয়টি ভাগে ভাগ করা হয়েছে?
ক ২০ টি খ ২১ টি
গ ২৩ টি ড ২৪ টি
৪০. অশ্ব অক্ষাংশ বলা হয় —
ক প্রশান্ত মহাসাগরের মকরীয় শান্ত বলয়কে
খ ভারত মহাসাগরের স্কর্পীয় শান্ত বলয়কে
গ প্রশান্ত মহাসাগরের ক্রান্তীয় শান্ত বলয়কে
ড আটলান্টিক মহাসাগরের ক্রান্তীয় শান্ত বলয়কে
৪১. 'পৃথিবীর আবর্তনের ফলে এর মধ্যভাগ কিছুটা স্ফীত এবং মেরু অঞ্চলে কিছুটা চাপা' — এই উক্তিটি কার?
ক টলেমির খ নিউটনের
গ গ্যালিলিওর ড কোপার্নিকাসের
৪২. কে উত্তর মেরু আবিষ্কার করেন?
ক এমন্ডসে, ১৯১৫ সালে
খ কলম্বাস, ১৪৯০ সালে

- গ জেমস কুক, ১৭৬৯ সালে
ড রবার্ট পিয়েরে, ১৯০৯ সালে
৪৩. কে কত সালে দক্ষিণ মেরু আবিষ্কার করেন?
ক কোপার্নিকাস, ১৫৪০ খ ম্যাগিলান, ১৫১৯
ড এমন্ডসে, ১৯১২ সালে ঘ কলম্বাস, ১৪৯২ সালে
৪৪. পৃথিবীর ব্যাসার্ধ কত?
ক ৬০০০ কি.মি. খ ৩৪৮৬ কি.মি.
ড ৬৪৩৪ কি.মি. ঘ ৪০৭০ কি.মি.
৪৫. ভারত ও প্রশান্ত মহাসাগরের কত ডিগ্রি দক্ষিণ অক্ষাংশ গর্জনশীল চলিচশ নামে অভিহিত?
ক $80^{\circ} - 85^{\circ}$ খ $80^{\circ} - 86^{\circ}$
ড $80^{\circ} - 89^{\circ}$ ঘ $80^{\circ} - 89^{\circ}$
৪৬. বায়ু সর্বদা এক স্থান হতে অন্য স্থানে প্রবাহিত হয় কেন?
ক বায়ুতে জলীয় বাষ্প কম থাকলে
খ চাপ বলয়ের অবস্থানের পরিবর্তনের জন্যে
ড তাপ ও চাপের পার্থক্যের জন্যে
ঘ বায়ুর গতিপথে পর্বতের অবস্থানের জন্যে
৪৭. ফেরেলের সত্ত্ব অনুযায়ী বায়ু উত্তর গোলার্ধে কীভাবে প্রবাহিত হয়?
ক উত্তর দক্ষিণে খ পূর্ব পশ্চিমে
গ বাম দিকে বেঁকে ড ডান দিকে বেঁকে
৪৮. অয়ন বায়ু, প্রত্যয়ন বায়ু ও মেরু বায়ুকে বলা হয় —
ড নিয়ত বায়ু খ স্থানীয় বায়ু
গ সাময়িক বায়ু ঘ অনিয়মিত বায়ু
৪৯. স্থল বায়ু, সমুদ্র বায়ু এবং মৌসুমী বায়ুকে বলা হয় —
ক স্থানীয় বায়ু ড সাময়িক বায়ু
গ নিয়মিত বায়ু ঘ অনিয়মিত বায়ু
৫০. দিবা-রাত্রির দৈর্ঘ্য হ্রাস বৃদ্ধি, ঋতু পরিবর্তন এবং জলভাগ ও স্থলভাগের তাপের তারতম্যের জন্যে সৃষ্টি হয় —
ড সাময়িক বায়ু খ স্থানীয় বায়ু
গ নিয়ত বায়ু ঘ অনিয়মিত বায়ু
৫১. ঋতু পরিবর্তনের সাথে যে বায়ু প্রবাহের দিক পরিবর্তিত হয় —
ক স্থল বায়ু ড মৌসুমী বায়ু
গ সমুদ্র বায়ু ঘ মেরু বায়ু
৫২. সমুদ্র বায়ু প্রবল বেগে প্রবাহিত হয় —
ক রাত্রিতে খ সকালে
গ মধ্যাহ্নে ড অপরাহ্নে/বিকালে
৫৩. মৌসুমী বায়ু প্রধানত কোথায় দেখা যায়?
ড দক্ষিণ ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায়
খ উত্তর ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায়
গ উত্তর আমেরিকায়
ঘ দক্ষিণ আমেরিকায়
৫৪. আরবি ভাষায় 'মৌসুম' শব্দের অর্থ —
ক বৎসর খ মাস
গ দিন ড ঋতু

৫৫. বায়ু প্রবাহ উত্তর গোলার্ধে ডানদিকে এবং দক্ষিণ গোলার্ধে বামদিকে বেঁকে যায় এই সত্ত্বটির নাম কী?
ক নিউটনের সত্ত্ব ড ফেরেলের সত্ত্ব
গ প্যাসকেলের সত্ত্ব ঘ ডাল্টনের সত্ত্ব
৫৬. উপত্যকা ও পার্বত্য বায়ু কোন প্রকার বায়ু?
ক নিয়ত বায়ু ড স্থানীয় বায়ু
গ সাময়িক বায়ু ঘ অনিয়মিত বায়ু
৫৭. পৃথিবীর বায়ু প্রবাহকে কয় ভাগে ভাগ করা যায়?
ক দুই ভাগে খ তিন ভাগে
গ পাঁচ ভাগে ড চার ভাগে
৫৮. মৌসুমী বায়ু ভারত উপমহাদেশে পরিচিত —
ক উত্তর-পূর্ব মৌসুমী বায়ু নামে
খ উত্তর-পশ্চিম মৌসুমী বায়ু নামে
গ দক্ষিণ-পূর্ব মৌসুমী বায়ু নামে
ড দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ু নামে
৫৯. বায়ুচাপ পরিমাপের এককের নাম কী?
ড মিলিবার খ ডেসিবার
গ ব্যারোমিটার ঘ থার্মোমিটার
৬০. বায়ুচাপ পরিমাপের যন্ত্রের নাম কী?
ক ল্যাকটোমিটার ড ব্যারোমিটার
গ থার্মোমিটার ঘ ম্যানোমিটার
৬১. বায়ুচাপের তারতম্যের জন্যে কয়টি চাপবলয় নির্দিষ্ট করা হয়েছে?
ক তিনটি খ পাঁচটি
গ দশটি ড চারটি
৬২. বায়ু কোন দিকে চাপ দেয়?
ক ওপরের দিকে ড সবদিকে
গ পাশের দিকে ঘ নিচের দিকে
৬৩. পৃথিবীর বয়স কত?
ক ৪০০ কোটি বছর ড প্রায় ৪৫০ কোটি বছর
গ প্রায় ৫০০ কোটি বছর ঘ ৩৫০ কোটি বছর
৬৪. পৃথিবীর প্রধান গঠন উপাদান কী?
ক অ্যালুমিনিয়াম খ হাইড্রোজেন
ড সিলিকন ঘ কার্বন
৬৫. উত্তর গোলার্ধে বায়ুর দিকে পেছন ফিরে দাঁড়ালে বায়ুর চাপ কোন দিকে কম থাকে?
ক ডান দিকে খ পেছনের দিকে
গ সামনের দিকে ড বাম দিকে
৬৬. সমুদ্র বায়ু কখন বন্ধ হয়?
ড ভোরবেলা জল ও স্থলভাগের তাপ যখন সমান হয়
খ ভোররাতে যখন জল স্থলভাগের তাপমাত্রার পার্থক্য থাকে
গ বিকেল বেলায় যখন সমুদ্রপৃষ্ঠ ও স্থলভাগের তাপমাত্রা সমান থাকে
ঘ শেষরাতে যখন জল ও স্থলভাগের তাপমাত্রার পার্থক্য থাকে

৬৭. অয়ন বায়ুর অপর নাম —
ড বাণিজ্য বায়ু খ সাময়িক বায়ু
গ স্থানীয় বায়ু ঘ স্থলবায়ু
৬৮. পৃথিবী নিজ অক্ষে একবার আবর্তন করতে সময় নেয়—
ক ২৩ ঘণ্টা ৫৬ মিনিট
ড ২৩ ঘণ্টা ৫৬ মিনিট ৪ সেকেন্ড
গ ২৪ ঘণ্টা
ঘ ২৪ ঘণ্টা ৫৬ মিনিট ৪ সেকেন্ড
৬৯. ‘লু’ কোন বায়ুর অস্তর্গত?
ক নিয়ত বায়ুর খ স্থল বায়ুর
ড স্থানীয় বায়ুর ঘ অনিয়মিত বায়ুর
৭০. কোনো নির্দিষ্ট আয়তনের বায়ুতে জলীয় বাষ্পের প্রকৃত পরিমাণকে কী বলে?
ড আপেক্ষিক আর্দ্রতা খ পরম আর্দ্রতা
গ সম্পৃক্ত বায়ু ঘ শিশিরাংক
৭১. জলীয়বাষ্প ঘনীভূত হয়ে ময়দার গুড়ার ন্যায় ভূপৃষ্ঠে পতিত হলে তাকে কী বলে?
ড তুষার খ শিশির
গ কুয়াশা ঘ তুহিন
৭২. শীতপ্রধান এলাকায় ভূপৃষ্ঠের তাপ অত্যন্ত কমে গেলে শিশির জমাট বেঁধে কিসে পরিণত হয়?
ক হিমকণায় ড তুহিন
গ জলীয় বাষ্পে ঘ তুষারে
৭৩. বৃষ্টিপাত প্রধানত কত প্রকার
ড ৪ প্রকার খ ৩ প্রকার
গ ৬ প্রকার ঘ ৭ প্রকার
৭৪. পরিচলন বৃষ্টি বেশি হয় কোন অঞ্চলে?
ক শীতপ্রধান অঞ্চলে খ মেরু অঞ্চলে
ড নিরক্ষীয় অঞ্চলে ঘ নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে
৭৫. পৃথিবীর প্রকৃত আকৃতি—
ড অভিজাত গোলক খ অর্ধগোলক
গ পরিপূর্ণ গোলক ঘ সমতল
৭৬. মেরু অঞ্চলে পৃথিবী—
ক কিঞ্চিৎ স্ফীত খ কিঞ্চিৎ কোণাকৃতি
ড কিঞ্চিৎ চাপা ঘ ওপরের কোনোটিই নয়
৭৭. ঘড়ির্বৃষ্টি কেন হয়?
ক ঘড়ির্বাত কেন্দ্রের বায়ু নিচে নামায়
খ ঘড়ির্বাত কেন্দ্রের বায়ু চারদিকে ছড়িয়ে পড়ায়
ড ঘড়ির্বাত কেন্দ্রের বায়ু ওপরের দিকে উঠে যাওয়ায়
ঘ ঘড়ির্বাত কেন্দ্রের বায়ু ওপরের দিকে স্থির থাকায়
৭৮. নিরক্ষ অঞ্চলে পৃথিবী—
ড কিঞ্চিৎ স্ফীত খ কিঞ্চিৎ চাপা
গ কিঞ্চিৎ কোণাকৃতি ঘ কোনোটিই নয়
৭৯. জোয়ারকে কয়ভাগে ভাগ করা যায়?
ক ৫ ভাগে খ ৪ ভাগে
ড ২ ভাগে ঘ ৩ ভাগে

৮০. মেক্সিকো উপসাগর থেকে কোন শ্রোতটির উৎপত্তি হয়েছে?
 ক ক্যানারি শ্রোত ড উপসাগরীয় শ্রোত
 গ গ্রিনল্যান্ড শ্রোত ঘ লাব্রাডার শ্রোত
৮১. উষ্ণ উপসাগরীয় শ্রোতের উষ্ণতা কত?
 ক 16° সে ড 29.8° সে
 গ 10° সে ঘ 25° সে
৮২. কোনটি শীতল শ্রোত?
 ড কুমেস খ ব্রাজিলীয়
 গ উপসাগরীয় ঘ নিরক্ষীয়
৮৩. পৃথিবী মেরু অঞ্চলে চাপা হয়েছে কেন?
 ক আর্কটিক গতির কারণে
 খ ভূমিকম্পের কারণে
 ড মহাকর্ষ শক্তির কারণে
 ঘ আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের জন্যে
৮৪. ফকল্যান্ড শ্রোত —
 ক বিপরীত শ্রোত ড শীতল শ্রোত
 গ শৈবালযুক্ত শ্রোত ঘ উষ্ণ শ্রোত
৮৫. ব্রাজিল শ্রোত কোন প্রকারের?
 ড উষ্ণ শ্রোত খ শীতল শ্রোত
 গ মেরু শ্রোত ঘ কুমেস শ্রোত
৮৬. মহাসাগর, সাগর, উপসাগর, হ্রদ, নদী প্রভৃতি জলাশয়ের একত্রিত নাম কী?
 ক বৃহৎ জলাশয় খ জলধি
 ড বারিমন্ডল ঘ গুরুমন্ডল
৮৭. সমুদ্র শ্রোত উত্তর গোলাধারে ডান দিকে এবং দক্ষিণ গোলাধারে বাম দিকে বেকে যাবার কারণ কী?
 ক পৃথিবীর বার্ষিকগতি ড পৃথিবীর আর্কটিকগতি
 গ বায়ু প্রবাহ ঘ স্থলভাগের অবস্থান
৮৮. সমুদ্র শ্রোত সৃষ্টিতে সবচেয়ে বেশি প্রভাব বিস্তার করে কোনটি?
 ক গভীরতার তারতম্য
 ড বায়ু প্রবাহ
 গ উষ্ণতার তারতম্য
 ঘ বাষ্পীভবনের তারতম্য
৮৯. পৃথিবী সৌরজগতের কততম গ্রহ?
 ড তৃতীয় খ দ্বিতীয়
 গ প্রথম ঘ চতুর্থ
৯০. চারদিকে স্থলদ্বারা বেষ্টিত পানি রাশিকে কী বলে?
 ক উপহ্রদ ড হ্রদ
 গ মহাসাগর ঘ উপসাগর
৯১. পৃথিবী পৃষ্ঠ থেকে ওপরে উঠলে মাধ্যাকর্ষণ বল—
 ড কমে যায় খ অপরিবর্তিত থাকে
 গ বেশি হয় ঘ কোনোটিই নয়
৯২. কিসের আকর্ষণে জোয়ার-ভাটা হয়?
 ড চন্দ্র খ সূর্য
 গ নক্ষত্র ঘ পৃথিবী
৯৩. ২১-এ জুন পৃথিবীর কিরূপ অবস্থা থাকে?

- ড উত্তর মেরু সূর্যের দিকে সবচেয়ে বেশি ঝুঁকে থাকে
 খ দক্ষিণ মেরু সূর্যের দিকে সবচেয়ে বেশি ঝুঁকে থাকে
 গ উত্তর মেরু সূর্যের সর্বাপেক্ষা দূরে থাকে
 ঘ উত্তর মেরু সূর্যের সর্বাপেক্ষা দূরে থাকে
৯৪. কোন নদীর বয়ে আনা পানির প্রভাবে উপসাগরীয় শ্রোতের বেগ বৃদ্ধি পেয়েছে —
 ড মিসিসিপি খ কঙ্গো
 গ নীল ঘ আমাজান
৯৫. উপসাগরীয় শ্রোতের বর্ণ কী?
 ক নীল খ সবুজ
 গ হালকা সবুজ ড গাঢ় নীল
৯৬. পৃথিবী পৃষ্ঠ থেকে ভেতরে গেলে মাধ্যাকর্ষণ শক্তি—
 ড কমে যায় খ বেশি হয়
 গ অপরিবর্তিত ঘ সবকটি সঠিক
৯৭. ডেভিস প্রণালির মধ্য দিয়ে কোন শ্রোত উত্তর দিকে অগ্রসর হয়েছে?
 ক বেঙ্গুয়েলা শ্রোত খ কুমেস শ্রোত
 ড পশ্চিম গ্রিনল্যান্ড শ্রোত ঘ ক্যানারি শ্রোত
৯৮. লাব্রাডার শ্রোতের পানির বর্ণ কিরূপ?
 ক লাল খ গাঢ় নীল
 গ নীল ড সবুজ
৯৯. ভূত্বক গঠনকারী উপাদানগুলো কী?
 ড শিলা ও খনিজ খ শিলা ও কাদা
 গ পানি ও বায়ু ঘ ওপরের কোনোটিই নয়
১০০. ভূত্বক গঠনকারী উপাদানসমূহের মধ্যে কোনটির পরিমাণ সবচেয়ে বেশি?
 ক অক্সিজেন খ লৌহ
 ড সিলিকন ঘ অ্যালুমিনিয়াম
১০১. ভূত্বকের গভীরতা (প্রায়) কত?
 ক ১০ কি. মি. খ ১২ কি. মি.
 ড ২০ কি. মি. ঘ ৩০ কি. মি.
১০২. ভূপৃষ্ঠের উপরিভাগ থেকে কেন্দ্র পর্যন্ত মন্ডল তিনটির নাম কী?
 ক বায়ুমন্ডল, বারিমন্ডল, কেন্দ্রমন্ডল
 ড অশুমন্ডল, গুরুমন্ডল, কেন্দ্রমন্ডল
 গ ভূত্বক, গুরুমন্ডল, বারিমন্ডল
 ঘ অশুমন্ডল, বারিমন্ডল, বায়ুমন্ডল
১০৩. কেন্দ্রমন্ডলের বিস্তৃতি কতটুকু?
 ক ৩,৪০০ কি.মি./২,০০০ মাইল
 ড ৩,৪৮৬ কি.মি./২,১৬০ মাইল
 গ ৩,৫৭৫ কি.মি./২,২০০ মাইল
 ঘ ৩,৬০০ কি.মি./২,৫০০ মাইল
১০৪. গুরুমন্ডলের বিস্তৃতি কতটুকু?

- ক ২,৬৯৫ কি.মি./১,৭০০মাইল
খ ২,৭৯৫ কি.মি./১,৭৫০ মাইল
ড ২,৮৮৫ কি.মি./১,৮০০ মাইল
ঘ ২,৯৯৫ কি.মি./১,৮৫০ মাইল

১০৫. ভূত্বক গঠনকারী উপাদানগুলোর মধ্যে অক্সিজেন ও সিলিকনের শতকরা সংযুক্তির পরিমাণ কত?
ড অক্সিজেন ৪৭%, সিলিকন ২৮%
খ অক্সিজেন ৭৪%, সিলিকন ৮%
গ অক্সিজেন ৭৪%, সিলিকন ২৮%
ঘ অক্সিজেন ৮৪%, সিলিকন ১২%

১০৬. ভূত্বকের শিলাস্তরগুলোকে প্রধানত কয় ভাগে ভাগ করা হয়?
ক দুই ভাগে ড তিন ভাগে
গ চার ভাগে ঘ পাঁচ ভাগে

১০৭. চুনাপাথর পরিবর্তিত হয়ে পরিণত হয় —
ক কোয়ার্টজ খ বায়োটাউট
গ পেট্র ড মার্বেল

১০৮. ভূত্বকের নিম্নাংশ কোন শিলায় গঠিত?
ড ব্যাসাল্ট জাতীয় ক্ষারকীয় শিলায়
খ অপেক্ষাকৃত লঘু গ্রানাইট জাতীয় শিলায়
গ দুই ধরনের শিলায়
ঘ পাললিক শিলায়

১০৯. অশ্ম অর্থ কী?
ড শিলা খ মাটি
গ বালি ঘ পানি

১১০. জিপসাম কোন শিলার উদাহরণ?
ড পাললিক খ রূপান্তরিত
গ আন্ডগ্জ আগ্নেয় ঘ বহিঃজ আগ্নেয়

১১১. প্রবাল গঠিত হয় কী উপায়ে?
ক যান্ত্রিক উপায়ে খ রাসায়নিক উপায়ে
ড জৈবিক উপায়ে ঘ জৈব রাসায়নিক উপায়ে

১১২. ভূত্বক যেসব উপাদানে গঠিত, তাদেরকে সাধারণভাবে কী বলে?
ক ম্যাগমা ড সিয়াল
গ লাভা ঘ গেইজার

১১৩. ভূত্বকের কঠিন শিলার নিচে অবস্থিত অত্যন্ত উত্তপ্ত গলিত পদার্থকে কী বলে?
ড ম্যাগমা খ প-আজমা
গ লাভা ঘ গেইজার

১১৪. উৎপত্তি অনুসারে শিলা কত প্রকার?
ক দুই প্রকার ড তিন প্রকার
গ চার প্রকার ঘ পাঁচ প্রকার

১১৫. প্রাথমিক শিলা বলা হয় —
ক পাললিক শিলাকে খ রূপান্তরিত শিলাকে
ড আগ্নেয় শিলাকে ঘ উপরের কোনোটিই নয়

১১৬. আগ্নেয় শিলায় —
ক স্ফর ও জীবাস্ম আছে খ স্ফর নেই, জীবাস্ম আছে
গ স্ফর আছে জীবাস্ম নেই ড স্ফরও নেই জীবাস্মও নেই

১১৭. আগ্নেয় শিলার অপর নাম —
ক পলল শিলা খ স্ফরীভূত শিলা
ড অস্ফরীভূত শিলা ঘ পরিবর্তিত শিলা

১১৮. ব্যাসাল্ট ও গ্রানাইট কোন শিলার উদাহরণ?
ড আগ্নেয় শিলা খ রূপান্তরিত শিলা
গ পাললিক শিলা ঘ উপরের কোনোটিই নয়

১১৯. পলল বা তালনি থেকে যে শিলা গঠিত হয় তাকে বলা হয় —
ক আগ্নেয় শিলা ড পাললিক শিলা
গ রূপান্তরিত শিলা ঘ ক্ষারকীয় শিলা

১২০. পাললিক শিলার অপর নাম কী?
ক পরিবর্তিত শিলা খ অস্ফরীভূত শিলা
ড স্ফরীভূত শিলা ঘ গ্রানাইট শিলা

১২১. পাললিক শিলায় —
ক স্ফর নেই, জীবাস্ম আছে
ড স্ফর ও জীবাস্ম দুটোই আছে
গ স্ফর আছে, জীবাস্ম নেই
ঘ স্ফর ও জীবাস্ম কোনোটিই নেই

১২২. পৃথিবীর বার্ষিক গতির বেগ প্রতি সেকেন্ডে কত?
ড ২৯.৭৬ কি.মি. খ ২৯.০৬ কি.মি.
গ ৩০.০২ কি.মি. ঘ ২৮ কি.মি.

১২৩. ভূমিকঙ্ক্রে কেন্দ্র ভূঅভ্যন্তরের প্রায় কত কি.মি.-এর মধ্যে থাকে?
ড ৩২ কি.মি. খ ৩৪ কি.মি.
গ ৩৫ কি.মি. ঘ ৪০ কি.মি.

১২৪. পৃথিবীর নিজ অক্ষে আবর্তনের দিক—
ক উত্তর থেকে দক্ষিণ দিক ড পশ্চিম থেকে পূর্ব দিক
গ উত্তর থেকে পশ্চিম দিক ঘ দক্ষিণ থেকে পূর্ব দিক

১২৫. সৌর বছরের প্রকৃত সময় কত?
ড ৩৬৫ দিন ৫ ঘণ্টা ৪৮ মিনিট ৪৭ সেকেন্ড
খ ৩৬৫ দিন ৬ ঘণ্টা ৪৭ সেকেন্ড ৪৮ মিনিট
গ ৩৬০ দিন ৬ ঘণ্টা ৪৮ মিনিট
ঘ ৩৬০ দিন ৫ ঘণ্টা ৪৮ মিনিট ৪৭ সেকেন্ড

১২৬. পৃথিবীর সর্বোচ্চ পর্বতশৃঙ্গের নাম কী?
ক গডউইন অস্টিন ড এভারেস্ট
গ ম্যাককিনলি ঘ কোসিয়াঙ্কো

১২৭. ভূপৃষ্ঠের অতি উচ্চ বিশৃঙ্খল এবং খাড়া ঢালবিশিষ্ট শিলাস্তপকে কী বলে?
ক টিলা খ সমভূমি
গ মালভূমি ড পর্বত

১২৮. ভঙ্গিল পর্বত কীভাবে সৃষ্টি হয়?

- ড প্রবল পার্শ্বচাপের ফলে
খ ভূআন্দোলনের ফলে
গ আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের ফলে
ঘ মালভূমি ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে
১২৯. বন্যাক্রান্ত ফরেস্ট কোন ধরনের পর্বত?
ড স্ফুপ খ ভঙ্গিল
গ ল্যাকোলিথ ঘ ক্ষয়জাত
১৩০. বার বার অগ্ন্যুৎপাতের ফলে জ্বালামুখের নিকট মোচাকৃতি যে পর্বতের সৃষ্টি হয় তাকে কোন শ্রেণির পর্বত বলে?
ক স্ফুপ পর্বত খ ক্ষয়জাত পর্বত
গ ল্যাকোলিথ পর্বত ড সমুদ্রজাত পর্বত
১৩১. গঠন অনুসারে পর্বতকে সাধারণত কয় ভাগে ভাগ করা হয়?
ড ৪ শ্রেণিতে খ ৫ শ্রেণিতে
গ ৯ শ্রেণিতে ঘ ৭ শ্রেণিতে
১৩২. গম্বুজ পর্বতের অপর নাম কী?
ক আগ্নেয় পর্বত খ ক্ষয়জাত পর্বত
ড ল্যাকোলিথ পর্বত ঘ ভাজ পর্বত
১৩৩. হিমালয় কোন শ্রেণির পর্বত?
ক স্ফুপ পর্বত খ ল্যাকোলিথ পর্বত
গ আগ্নেয় পর্বত ড ভঙ্গিল পর্বত
১৩৪. আগ্নেয়গিরির মুখকে কী বলে?
ড জ্বালামুখ খ হ্রদ
গ শিলা ঘ লাভা
১৩৫. আগ্নেয়গিরিকে প্রধানত কয় ভাগে ভাগ করা হয়?
ড ৩ ভাগে খ ৪ ভাগে
গ ৫ ভাগে ঘ ৭ ভাগে
১৩৬. জ্বালামুখ দিয়ে নির্গত গলিত পদার্থকে কী বলে?
ক ম্যাগমা খ শিলা
গ ভস্ম ড লাভা
১৩৭. ভূপৃষ্ঠের শিলারাশিকে চতুর্ভুজ-বিচতুর্ভুজ করে —
ড বিচতুর্ভুজ খ সমুদ্রস্রোত
গ নগ্নীভবন ঘ আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত
১৩৮. উত্তর গোলার্ধে সর্বোচ্চ নিকটতম স্থানে অবস্থান —
ক ২৩-এ সেপ্টেম্বর খ ১লা জানুয়ারি
ড ২১-এ জুন ঘ ২১-এ মার্চ
১৩৯. সমুদ্রের লবণাক্ত পানি উপকূলীয় অঞ্চলের পরিবর্তন সাধন করে —
ক জৈবিক প্রক্রিয়ায় খ জৈব প্রক্রিয়ায়
গ যান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় ড রাসায়নিক প্রক্রিয়ায়
১৪০. ভূপৃষ্ঠের আকস্মিক পরিবর্তনের প্রক্রিয়া কোনটি?
ক শিলাচ্যুতি
ড ভূমিকম্প
গ ভূভাঙ্গনে পানির প্রবেশ
ঘ ভূগর্ভের চাপ
১৪১. নদীর গতি পরিবর্তিত হয়ে যায় —

- ক বায়ু পরিবর্তনের জন্যে খ শ্রোতের জন্যে
ড ভূমিকম্পের জন্যে ঘ বন্যার জন্যে
১৪২. অগ্ন্যুৎপাত কী ধরনের পরিবর্তন?
ড আকস্মিক পরিবর্তন খ ধীর পরিবর্তন
গ ভূগর্ভস্থ পরিবর্তন ঘ গতিশীল পরিবর্তন
১৪৩. আফ্রিকার কিলিমানজারো কোন শ্রেণির পর্বত?
ক আগ্নেয় পর্বত ড ক্ষয়জাত পর্বত
গ স্ফুপ পর্বত ঘ ভাজ পর্বত
১৪৪. পৃথিবীর দীর্ঘতম পর্বতমালা কোনটি?
ক হিমালয় খ রকি
গ আল্পস ড আন্দিজ
১৪৫. রকি কোন শ্রেণির পর্বত?
ক ক্ষয়জাত খ স্ফুপ
ড ভঙ্গিল ঘ আগ্নেয়
১৪৬. যেসব আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত এখনও বন্ধ হয়নি সেগুলোকে বলা হয় —
ক সুপ্ত আগ্নেয়গিরি ড জীবন্ত আগ্নেয়গিরি
গ মৃত আগ্নেয়গিরি ঘ ওপরের কোনোটিই নয়
১৪৭. যেসব আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত বহুকাল বন্ধ আছে, কিন্তু যেকোনো সময় উদগীরণের সম্ভাবনা আছে তাকে বলা হয় —
ক সিবিরাম আগ্নেয়গিরি ড সুপ্ত আগ্নেয়গিরি
গ অবিরাম আগ্নেয়গিরি ঘ মৃত আগ্নেয়গিরি
১৪৮. যেসব আগ্নেয়গিরি দীর্ঘকাল নিষ্ক্রিয় অবস্থায় আছে এবং ভবিষ্যতে অগ্ন্যুৎপাতের কোনো সম্ভাবনা নেই তাদের বলা হয় —
ক সিবিরাম আগ্নেয়গিরি খ অবিরাম আগ্নেয়গিরি
গ সুপ্ত আগ্নেয়গিরি ড মৃত আগ্নেয়গিরি
১৪৯. পৃথিবীর পরিধি কত ডিগ্রি?
ড ৩৬০ ডিগ্রি খ ১৮০ ডিগ্রি
গ ২৬০ ডিগ্রি ঘ ৯০ ডিগ্রি
১৫০. সক্রিয় আগ্নেয়গিরি কোনটি?
ক ফুজিয়ামা খ আলব্রাজ
গ আপো ড ভিসুভিয়াস
১৫১. শারদ বিষুব বলা হয় —
ক ২১-এ জুন ড ২৩-এ সেপ্টেম্বর
গ ২২-এ ডিসেম্বর ঘ ২১-এ মার্চ
১৫২. দুইটি স্থানে দ্রাঘিমার পার্থক্য কত হলে স্থান দুইটির মধ্যকার সময়ের পার্থক্য ১ ঘণ্টা হবে?
ক ৩০° খ ২০°
ড ১৫° ঘ ১০°
১৫৩. পৃথিবী কত বছর আগে সৃষ্টি হয়েছে?
ক 4.9 billion years
খ 9.4 billion years
গ 4.7 billion years
ড 4.6 billion years

১৫৪. উত্তর গোলার্ধে দিন সবচেয়ে বড় ও রাত্রি সবচেয়ে ছোট এবং দক্ষিণ গোলার্ধে দিন সবচেয়ে ছোট ও রাত্রি সবচেয়ে বড় হয় —

ক ২১-এ জুলাই খ ২১-এ জুন
ড ২২-এ ডিসেম্বর ঘ ২১-এ মার্চ

১৫৫. কোন দিনে সূর্য সুমেরুর দিকে সবচেয়ে বেশি ঝুঁকে থাকে?

ড ২১-এ মার্চ খ ২১-এ জুন
গ ২১-এ জুলাই ঘ ২২-এ ডিসেম্বর

১৫৬. কোনটি না থাকলে পৃথিবীর অর্ধাংশে চিরকাল দিন এবং বিপরীত অর্ধাংশে চিরকাল রাত থাকত?

ক মধ্যাকর্ষণ শক্তি খ মেরুর গতি
ড আক্ষিক গতি ঘ বার্ষিক গতি

১৫৭. মেরুর দিবসের সংখ্যা একটানা কত দিন?

ক ১৪৮ দিন ড ১৪৫ দিন
গ ১৪২ দিন ঘ ১৩৮ দিন

১৫৮. দিবা ও রাত্রি পরস্পর সমান এরূপ দিন বছরে কত বার আসে?

ক ৪ বার ড ২ বার
গ ৩ বার ঘ ৫ বার

১৫৯. ২২-এ ডিসেম্বর কুমেরুর সূর্যের দিকে কত ডিগ্রি অক্ষাংশে ঝুঁকে থাকে?

ড ২৩.৫° দক্ষিণ খ ২১.৫° উত্তর
গ ১৯.৫° পূর্ব ঘ ৬৬.৫° পশ্চিম

১৬০. Longest Day কোনটি?

ক ২৩-এ ডিসেম্বর ড ২১-এ জুন
গ ২৩-এ মার্চ ঘ ২৩-এ সেপ্টেম্বর



তথ্য কণিকা

- প্রথম পৃথিবীর পরিধি নির্ণয়ের চেষ্টা করেন — ইরাতোস্থিনিস।
- নিরক্ষরেখা থেকে উত্তর বা দক্ষিণে কোনো স্থানের কৌণিক দূরত্বকে বলা হয় সে স্থানের — অক্ষাংশ।
- মঙ্গল মধ্যরেখা হতে পূর্ব বা পশ্চিমের কোনো স্থানের কৌণিক দূরত্বকে বলা হয় সে স্থানের — দ্রাঘিমাংশ।
- লন্ডনের গ্রিনিচ মান মন্দিরের ওপর দিয়ে সুমেরুর থেকে কুমেরুর পর্যন্ত যে রেখা কল্পনা করা হয় তাকে বলে — মঙ্গল মধ্যরেখা।
- নিরক্ষরেখার উত্তর অংশকে বলে — উত্তর গোলার্ধ।
- নিরক্ষরেখার দক্ষিণ অংশকে বলে — দক্ষিণ গোলার্ধ।
- পৃথিবীর অভ্যন্তর ভাগে ভূকেন্দ্রকে ছেদ করে উত্তর দক্ষিণ বরাবর যে রেখা কল্পনা করা হয় তাকে বলা হয় — মেরুর রেখা।
- উত্তর গোলার্ধের সর্ব উত্তরের বিন্দুকে বলে — সুমেরুর।
- দক্ষিণ গোলার্ধের সর্ব দক্ষিণের বিন্দুকে বলে — কুমেরুর।
- নিরক্ষরেখা বা বিষুব রেখা হতে ২৩.৫° উত্তর অক্ষাংশকে বলে — কর্কটক্রান্তি রেখা।
- নিরক্ষরেখা বা বিষুব রেখা হতে ২৩.৫° দক্ষিণ অক্ষাংশকে বলে — মকরক্রান্তি রেখা।
- সূর্য ও পৃথিবীর মধ্যে সর্বাধিক দূরত্ব হয় — ৪ঠা জুলাই।
- সূর্য ও পৃথিবীর সর্বাধিক দূরত্বকে বলে — অপসত্তর।
- অপসত্তরে দূরত্ব হয় — ১৫,১৪,২০,৫০০ কি.মি.।
- সূর্য ও পৃথিবীর সর্বনিম্ন দূরত্ব হয় — ৩রা জানুয়ারি।
- সূর্য ও পৃথিবীর সর্বনিম্ন দূরত্বকে বলে — অনুসত্তর।
- অনুসত্তরে দূরত্ব হয় — ১৪,৬৫,৮৩,৫০০ কি.মি.।

- দিবা-রাত্রি সমান হওয়ায় বছরের ২১-এ মার্চ ও ২৩-এ সেপ্টেম্বরকে বলে — বিষুব দিন।
- বিষুব রেখার ওপর পৃথিবীর পরিধি প্রায় — ৪০২৫০ কি.মি.।
- পৃথিবীর কক্ষপথ — উপবৃত্তাকার।
- ভূপৃষ্ঠের ওপর অবস্থিত কোনো কিছু ঠিক বিপরীতে অবস্থিত ভূপৃষ্ঠের অপর বিন্দুকে বলে — প্রতিপাদ স্থান।
- দ্রাঘিমা নির্ণয় করা যায় — ক্রনোমিটারের সাহায্যে।
- অক্ষাংশ নিরূপণ করা হয় — সেক্সট্যান্ট যন্ত্রের সাহায্যে।
- নিরক্ষরেখার নিকটবর্তী অক্ষাংশসমূহকে বলে — নিম্ন অক্ষাংশ।
- মেরুর প্রদেশীয় অক্ষাংশসমূহকে বলে — উচ্চ অক্ষাংশ।
- Longest day বলা হয় — ২১-এ জুনকে।
- মঙ্গল মধ্যরেখার মান — শূন্য ডিগ্রি।
- পৃথিবীর আকার গোল এই ধারণা প্রথম দেন — পিথাগোরাস।
- কর্কটক্রান্তি রেখা অতিক্রম করেছে — এশিয়ার দক্ষিণ ভাগ দিয়ে।
- বার্ষিক গতির গড় বেগ সেকেন্ডে — ২৯.৭৬ কি.মি. (প্রায়)।
- পৃথিবীর ঘূর্ণন গতি সর্বোচ্চ — নিরক্ষরেখায়।
- সাইমুম একটি — স্থানীয় বায়ু।
- পৃথিবীর — প্রায় ৭১% জল এবং প্রায় ২৯% স্থল।
- বায়ুর আর্দ্রতা নির্ভর করে — জলীয় বাষ্পের ওপর।
- শিলোৎক্ষেপ বৃষ্টি হয় — ঋতু ভিত্তিক।
- সংঘর্ষ বৃষ্টি হয় — ৩৫°-৬৫° উত্তর অক্ষাংশের মধ্যে।
- স্ট্রাটোমলে নেই — জলীয় বাষ্প।
- বায়ুমন্ডলের নিক্রিয় গ্যাসগুলো হলো — নিয়ন, হিলিয়াম, ক্রিপটন, জেনন, মিথেন ও নাইট্রাস অক্সাইড।

- শীতপ্রধান নাতিশীতোষ্ণ মহাদেশীয় অঞ্চলে গ্রীষ্মকালীন গড় তাপমাত্রা — 20°সে. ।
- পৃথিবীতে সমস্ত জীবের বেঁচে থাকার জন্যে — বায়ুমন্ডলের গুরুত্ব অপরিসীম।
- নিরক্ষীয় জলবায়ু অঞ্চলের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো — সারা বছর অধিক তাপ ও বৃষ্টিপাত।
- নিরক্ষীয় জলবায়ু অঞ্চলে বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ — $190\text{ সে.মি. থেকে }250\text{ সে.মি.}$ ।
- গ্রীষ্মকালে ক্রান্তীয় সমুদ্র উপকূলীয় অঞ্চলে যে প্রবল ঝড়ের উৎপত্তি হয় একে বলে — টাইফুন বা হ্যারিকেন।
- ক্রান্তীয় সমুদ্র উপকূলীয় অঞ্চল অবস্থিত — $5^{\circ}-30^{\circ}$ উত্তর ও দক্ষিণ অক্ষাংশের মধ্যে।
- সত্তর্য থেকে বায়ুমন্ডলের মাধ্যমে পৃথিবী যে শক্তি পায় তাকে বলে — সৌরশক্তি।
- যে অঞ্চলে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ বেশি সে অঞ্চলের জলবায়ুকে বলে — আর্দ্র জলবায়ু।
- ক্রান্তীয় সমুদ্র উপকূলীয় অঞ্চলে শীতকালীন গড় তাপমাত্রা — 25°সে. ।
- ভূমধ্যসাগর ও এর তীরবর্তী দেশসমূহের জলবায়ুকে বলা হয় — ভূমধ্যসাগরীয় জলবায়ু।
- আটলান্টিক মহাসাগরের দ্বিতীয় বৃহত্তম খাত — দক্ষিণ স্যাণ্ডউইচ খাত।
- প্রশান্ত মহাসাগরের গড় গভীরতা — 8099 মিটার ।
- কেন্দ্রমণ্ডল পানি অপেক্ষা — 10 থেকে 12 গুণ ভারী।
- লৌহ মিশ্রিত অপেক্ষাকৃত লঘু শিলা ঘনীভূত হয়ে গঠিত হয়েছে — গুরুমণ্ডল।
- গুরুমণ্ডল পানি অপেক্ষা — 5 গুণ ভারী।
- ভূত্বক — শিলামণ্ডলের অন্তর্ভুক্ত।
- ভূত্বক স্থানবিশেষে — $3\text{ কি.মি. সমুদ্রের তলদেশ হতে }80\text{ কি.মি. মহাদেশের তলদেশ পর্যন্ত}$ বিস্তৃত।
- ভূত্বকের শিলাস্তরকে দুইভাগে ভাগ করা হয় যথা — ক. অপেক্ষাকৃত লঘু শিলাস্তর খ. গুরু শিলাস্তর।
- ভূত্বকের ওপরের অংশের শিলার সিলিকা ও অ্যালুমিনিয়াম অধিক পরিমাণে রয়েছে বলে এদের আদ্যাক্ষরে এই শিলাস্তরকে বলে — সিয়াল (Sial)।
- মহাদেশগুলো গঠিত — ভূত্বকের ওপরের অংশের শিলায়।
- ভূত্বকের নিম্নাংশের শিলায় সিলিকা ও ম্যাগনেশিয়াম বেশি থাকায় এদের আদ্যাক্ষরে এই শিলাস্তরকে বলা হয় — সিমা (Sima)।
- ভূত্বকের ওপরের অংশ ও নিচের অংশ যে সীমারেখায় মিলিত হয়েছে তাকে বলা হয় — কনরাড বিযুক্তি।
- ভূত্বকের নিম্নাংশে ব্যাসল্ট জাতীয় শিলাস্তরের এবং অতি ক্ষারকীয় শিলাস্তরের সীমারেখাটি পরিচিত — মোহো নামে।
- ক্ষারকীয় শিলা সাধারণত — গাঢ় রং এর ও ভারী হয়।
- সবিরাম আগ্নেয়গিরির উদাহরণ — ভিসুভিয়াস।
- সুপ্ত আগ্নেয়গিরির উদাহরণ — জাপানের ফুজিয়ামা।
- জাপানের ফুজিয়ামার অগ্ন্যুৎপাত হয়েছিল — 200 বছর পূর্বে।
- সাগরগর্ভে নির্গত লাভা স্ফুপীকৃত হয়ে সৃষ্টি হয়েছে — হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জ।
- মৃত আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখে সৃষ্টি হয় — হুদ।
- ভূপৃষ্ঠে আনুমানিক আগ্নেয়গিরির সংখ্যা — সহস্রাধিক।
- পৃথিবীতে জীবন্ত আগ্নেয়গিরি রয়েছে — 830 টি।
- যান্ত্রিক উপায়ে শিলারশিকে বিচ্ছিন্ন করে — সত্তর্যতাপ ও তুষার।
- বৃষ্টি ও বায়ুর গ্যাসের সংমিশ্রণ শিলারশিকে বিচ্ছিন্ন করে — রাসায়নিক উপায়ে।
- উষ্ণ প্রস্রবণের পানি ও বাষ্প ভূত্বক হতে অনেক উর্ধ্বে উৎক্ষিপ্ত হলে তাকে বলা হয় — গেইজার।
- যে স্থানে নদী, সাগর, মহাসাগর বা হ্রদ পতিত হয় তার নাম — মোহনা।
- প্রশস্ত মোহনাকে বলা হয় — খাড়ি।
- সময় সময় বালিরাশি বায়ু দ্বারা বাহিত হয়ে এক স্থানে সঞ্চিত হলে সৃষ্টি হয় — বালিয়াড়ী।
- ভূভাষ্যস্তরের যে স্থানে ভূকম্পনের উৎপত্তি হয় তাকে বলে — কেন্দ্র।
- কেন্দ্রের সোজা উপরে ভূপৃষ্ঠস্থ বিন্দুর নাম — উপকেন্দ্র।
- যুক্তরাষ্ট্রের ক্যাটস্কিট হলো — ক্ষয়জাত পর্বত।
- বণ্যাক ফরেষ্ট পর্বত অবস্থিত — জার্মানিতে।
- হিমালয়, আল্পস, রকি, আন্দিজ — ভঙ্গিল পর্বতের উদাহরণ।
- কমপক্ষে $2,000$ ফুট উচ্চতাবিশিষ্ট ভূমিকে বলে — পর্বত।
- $2,000$ ফুটের চেয়ে কম উচ্চতাসম্পন্ন ভূমিকে বলে — পাহাড়।
- পাকিস্তান ও আফগানিস্তানের মধ্যে অবস্থিত গিরিপথের নাম — খাইবার।
- কেলান গিরিখাত অবস্থিত — পাকিস্তানে।
- আলপিনা গিরিপথ অবস্থিত — কলোরাডোতে।
- বেলেপাথর, কয়লা, চুনাপাথর ও কেওলিন — পাললিক শিলার উদাহরণ।

- অত্যধিক চাপ ও তাপের ফলে গুরু ধাতুগুলো পৃথিবীর কেন্দ্রে অবস্থান করছে — আঠালো অবস্থায়।
- পৃথিবীর প্রাচীনতম শিলা — আগ্নেয় শিলা।
- বিভিন্ন প্রকার খনিজের সমন্বয়ে সৃষ্ট ভক্তক গঠনকারী পদার্থসমূহকে — শিলা বলে।
- ভূমিকম্প কেন্দ্র নির্ধারণ করা যায় — পৃষ্ঠ তরঙ্গের মাধ্যমে।
- ভূমিকম্পে ঝাঁকুনিতে অনেক সময় ভূপৃষ্ঠে — ভাঁজের সৃষ্টি হয়।
- পণ্টাস্টার অব প্যারিস প্রস্তুত করতে ব্যবহার করা হয় — জিপসাম।
- সাদা অর্কে বলা হয় — মাসকোভাইট।
- ভারতের দাক্ষিণাত্যের লাভা গঠিত কৃষ্ণমৃত্তিকায় চাষ করা যায় — কাপাস।
- পৃথিবীর বৃহত্তর আগ্নেয় দ্বীপ — হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জ।
- ভূপৃষ্ঠস্থ পানি কোনো প্রকারে পৃথিবীর উত্তম অভ্যন্তরে প্রবেশ করলে — বাষ্পে পরিণত হয়।
- মিয়ানমারের মাউন্ট পোপো — আগ্নেয়গিরি।
- জাপানের ফুজিয়ামা — বিস্ফোরক সূপ আগ্নেয়গিরি।



আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য

v পৃথিবীর সংক্ষিপ্ত পরিচয়

ভূপৃষ্ঠের মোট আয়তন	৫১,০১,০০৫০০ বর্গ কি. মি.
স্থলভাগের আয়তন (মোট আয়তনের ২৯%)	১৪,৮৯,৫০,৮০০ বর্গ কি.মি.
জলভাগের আয়তন (মোট আয়তনের ৭১%)	৩৬,১১,৪৯,৭০০ বর্গ কি. মি.
পৃথিবীর ব্যাস (প্রায়)	১২,৭৬৫ কি. মি.
আনুমানিক বয়স	৪,৫০০ মিলিয়ন বছর (প্রায়)
পরিধি	৪০,২৩৪ কি. মি. বা ২৫,০০০ মাইল
ব্যাসার্ধ	৬,৪৩৬ কি. মি.
সভ্যকে একবার প্রদক্ষিণ করতে সময় লাগে	৩৬৫ দিন ৫ ঘন্টা ৪৮ মি. ৪৭ সে.
পৃথিবী থেকে সূর্যের গড় দূরত্ব	১৪৯,৫০০,০০০ কি. মি.
পৃথিবী থেকে চাঁদের গড় দূরত্ব	৩৮৪,৪০০ কি. মি.
মহাদেশ	সাতটি। যথা- এশিয়া, ইউরোপ, আফ্রিকা, উত্তর আমেরিকা, দ. আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া ও এ্যান্টার্কটিকা
বৃহত্তম মহাদেশ	এশিয়া
এশিয়া মহাদেশের আয়তন	৪৪,৪৯৩,০০০ বর্গ কি. মি.
ক্ষুদ্রতম মহাদেশ	ওশেনিয়া
আয়তনে পৃথিবীর বড় দেশ	রাশিয়া

আয়তনে পৃথিবীর ছোট দেশ	ভ্যাটিকান সিটি
জনসংখ্যায় পৃথিবীর বড় দেশ	চীন
জনসংখ্যায় পৃথিবীর ছোট দেশ	ভ্যাটিকান সিটি
মোট রাষ্ট্র	২২৩টি
স্বাধীন রাষ্ট্র	১৯৪টি
সর্বশেষ জাতিসংঘভুক্ত রাষ্ট্র	মন্টিনিগ্রো
সর্বাধিক দ্বীপবেষ্টিত রাষ্ট্র	ইন্দোনেশিয়া
সবচেয়ে সরু রাষ্ট্র	চিলি
পৃথিবীর দ্বিপ্রায়িত রাষ্ট্র	ইতালি (কারণ ইতালির মধ্যে ভ্যাটিকান সিটি ও সানম্যারিনো রাষ্ট্র অবস্থিত)

v বায়ুমণ্ডলের বিভিন্ন উপাদান

বিভিন্ন উপাদান	শতকরা হার (%)
নাইট্রোজেন (N ₂)	৭৮.০২
অক্সিজেন (O ₂)	২০.৭১
আরগন (Ar)	০.৮০
কার্বন-ডাই-অক্সাইড (CO ₂)	০.০৩
নিয়ন	০.০০১৮
মিথেন	০.০০১৭
ওজোন (O ₃)	০.০০০১
হিলিয়াম	০.০০০৫

হাইড্রোজেন(H ₂)	০.০০০০৫
অন্যান্য	০.৪৩৫৮৫
মোট	১০০.০০

১ ভূত্বকের শিলাসমূহের গঠন উপাদান

উপাদানের নাম	পরিমাণ
অক্সিজেন	৪৭%
সিলিকন	২৮%
অ্যালুমিনিয়াম	৮%
লোহা	৫%
ক্যালসিয়াম	৩.৫%
সোডিয়াম	২.৫%
পটাসিয়াম	২.৫%
ম্যাগনেসিয়াম	২.২%

২ উল্লেখযোগ্য আগ্নেয়গিরি

আগ্নেয়গিরির নাম	দেশ	ধরন
ইরাজু	কোস্টারিকা	সক্রিয়
আতিতলাম	গুয়েতেমালা	সক্রিয়
কলিমা	মেক্সিকো	সক্রিয়
র্যাপ্‌সেল	যুক্তরাষ্ট্র	সক্রিয়
আপো	ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ	নিষ্ক্রিয়
কিলিমাঞ্জারো	তানজানিয়া	নিষ্ক্রিয়
তামারার	ইন্দোনেশিয়া	নিষ্ক্রিয়
এ্যাকোফাওয়া	আর্জেন্টিনা ও চিলি	নির্বাপিত
চিম্বোরাজো	ইকুয়েডর	নির্বাপিত
আলব্রাজ	রাশিয়া	নির্বাপিত
ফুজিয়ামা	জাপান	নির্বাপিত
ভিসুভিয়াস	ইতালি	সক্রিয়

৩ ভূগোল বিষয়ক কিছু গুরুত্বপূর্ণ পরিভাষা

পরিভাষা	সংজ্ঞা
অক্ষরেখা ও দ্রাঘিমা রেখা	পৃথিবীর মানচিত্রে কোনো স্থান নির্ণয়ের জন্যে পূর্ব-পশ্চিমে এবং উত্তর-দক্ষিণে কতগুলো কাল্পনিক রেখা অঙ্কন করা হয়। এগুলোকে যথাক্রমে অক্ষরেখা ও দ্রাঘিমা রেখা বলে।
অক্ষাংশ	ভূপৃষ্ঠের কোনো স্থান থেকে পৃথিবীর কেন্দ্র পর্যন্ত যদি কোনো সরলরেখা টানা যায়, তাহলে ঐ রেখা নিরক্ষীয় তলের সাথে যে

	কোণ তৈরি করবে সে কোণই ঐ স্থানের অক্ষাংশ। নিরক্ষরেখা থেকে উত্তর বা দক্ষিণে কোনো স্থানের কৌণিক দূরত্বকে সেই স্থানের অক্ষাংশ বলে।
দ্রাঘিমাংশ	গ্রিনিচের মূল মধ্যরেখা হতে পূর্ব বা পশ্চিমে কোনো স্থানের কৌণিক দূরত্বকে দ্রাঘিমা বা দ্রাঘিমাংশ বলে।
মূল মধ্যরেখা	লন্ডনের গ্রিনিচ শহরের মানমন্দিরের ওপর দিয়ে সুমেরু থেকে কুমেরু পর্যন্ত যে রেখা কল্পনা করা হয় তাকে মূল মধ্যরেখা বলে। এ রেখার মান ০ ধরা হয়।
স্থানীয় সময়	প্রত্যেক দেশের মধ্যভাগের কোনো স্থানের দ্রাঘিমা রেখা অনুযায়ী সারাদেশের জন্যে ব্যবহারিকরূপে যে সময় নির্ধারণ করা হয় তাকে প্রমাণ সময় বলে। বাংলাদেশের ৯০° পূর্ব দ্রাঘিমা রেখার ওপর ভিত্তি করে প্রমাণ সময় গণনা করা হয়।

পরিভাষা	সংজ্ঞা
প্রমাণ সময়	প্রত্যেক দেশেই সেই দেশের মধ্যভাগের কোনো স্থানের দ্রাঘিমা রেখা অনুযায়ী যে সময় নির্ধারণ করা হয় সে সময়কে ঐ দেশের প্রমাণ সময় বলে।
আন্তর্জাতিক তারিখ রেখা	মূল মধ্যরেখা থেকে ১৮০° পূর্ব দ্রাঘিমা বা ১৮০° পশ্চিম দ্রাঘিমা সমান্তরাল জলভাগের ওপর দিয়ে উত্তর-দক্ষিণে প্রসারিত একটি রেখা কল্পনা করা হয়েছে, তাকে আন্তর্জাতিক তারিখ রেখা বলে।
প্রতিপাদ স্থান	ভূপৃষ্ঠের ওপর অবস্থিত কোনো বিন্দুর ঠিক বিপরীতে অবস্থিত ভূপৃষ্ঠের অপর বিন্দুকে প্রতিপাদ স্থান বলে।
সমান্বরেখা	নিরক্ষরেখার উত্তরে ও দক্ষিণে নিরক্ষরেখার সমান্তরাল অনেকগুলো রেখা কল্পনা করা হয়। এদের সমান্বরেখা বলে।
নিরক্ষরেখা	পৃথিবীর মাঝ বরাবর পূর্ব থেকে পশ্চিমে যে সরলরেখা কল্পনা করা হয়, তাকে নিরক্ষরেখা বলে।
উত্তর গোলার্ধ	নিরক্ষরেখার উত্তরের অংশকে উত্তর গোলার্ধ বলে।
দক্ষিণ গোলার্ধ	নিরক্ষরেখার দক্ষিণের অংশকে দক্ষিণ গোলার্ধ বলে।

সুমেৰ	উত্তর গোলার্ধের সর্ব উত্তরের বিন্দুকে সুমেৰ বলে	পরিভাষা	সংজ্ঞা
কুমেৰ	দক্ষিণ গোলার্ধের সর্ব দক্ষিণের বিন্দুকে কুমেৰ বলে।	বার্ষিক গতি	পৃথিবী নিজ অক্ষে ২৪ ঘণ্টায় একবার আবর্তনের সাথে সাথে একটি নির্দিষ্ট পথে ও নির্দিষ্ট দিকে বছরে একবার সড়্যকে পরিক্রমণ (Revolution) করে। পশ্চিম হতে পূর্বদিকে পৃথিবীর এ পরিক্রমণকে বার্ষিক গতি বলে।
পৃথিবীর গতি	মাধ্যাকর্ষণ শক্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে পৃথিবী সড়্যের চারদিকে প্রতিনিয়ত আবর্তিত হচ্ছে। এছাড়া লাটিমের মতো পৃথিবী নিজ অক্ষে সদা ঘড়গায়মান। এটিই পৃথিবীর গতি।	সৌরবছর	আপন অক্ষে আবর্তনের সাথে সাথে পৃথিবী একটি নির্দিষ্ট পথে সড়্যের চতুর্দিকে পরিক্রমণ করে। সড়্যকে একবার পরিক্রমণ করতে পৃথিবীর যে সময় লাগে, তাকে সৌরবছর বলে। সড়্যকে একবার পরিক্রমণ করতে পৃথিবীর ৩৬৫ দিন ৫ ঘণ্টা ৪৭ সেকেন্ড সময়ের প্রয়োজন হয়।
আক্ষিক গতি	পৃথিবী সড়্যের সম্মুখে নিজ মেরুরেখায় বা অক্ষে অবিরাম পশ্চিম হতে পূর্ব দিকে আবর্তন করছে। এভাবে ২৩ ঘণ্টা ৫৬ মিনিট ৪ সেকেন্ডে পৃথিবীর একবার আবর্তনের এ গতিকে আক্ষিক গতি বলে।	অধিবর্ষ	সড়্যকে একবার পরিক্রমণ করতে পৃথিবীর ৩৬৫ দিন ৫ ঘণ্টা ৪৮ মিনিট ৪৭ সেকেন্ড লাগে। এ সময়কে এক সৌরবছর বলে। কিন্তু ইংরেজি গণনার সুবিধার্থে ৩৬৫ দিনকে সৌরবছর ধরা হয় এবং প্রতি চতুর্থ বছরে একদিন বাড়িয়ে ৩৬৬ দিন এক সৌরবছর গণনা করা হয়। সে বছর ফেব্রুয়ারি মাস ২৮ দিনে পরিবর্তে ২৯ দিন ধরা হয়। এরূপ বছরকে অধিবর্ষ বলে। ইংরেজিতে Leap Year নামে এটি অধিক পরিচিত।
		চন্দ্রগ্রহণ	চাঁদ এবং পৃথিবীর নিজ নিজ কক্ষপথে চলার সময় যখন সড়্য, পৃথিবী ও চাঁদ একই সরলরেখায় আসে এবং সড়্য ও চাঁদের মাঝখানে পৃথিবীর অবস্থান হয় তখন পৃথিবীর ছায়া গিয়ে পড়ে চাঁদের ওপর। নক্ষত্র, গ্রহ ও উপগ্রহের এ অবস্থানকে চন্দ্রগ্রহণ বলে।
		সড়্যগ্রহণ	যখন সড়্য, পৃথিবী ও চাঁদ একই সরলরেখা বরাবর থাকে আর চাঁদের অবস্থানটা পৃথিবী ও সড়্যের মাঝখানে হয়। তখন চাঁদের ছায়া পৃথিবীর কোনো না কোনো অংশের ওপর দিয়ে পড়ে। ফলে ঐ অংশ প্রায় অন্ধকার হয়ে আসে। একই বলে সড়্যগ্রহণ।